বারুক

ভূমিকা

১ এগুলো হল সেই পুস্তকের কথা, যা বারুক বাবিলনে লিখলেন: বারুক নেরিয়ার সন্তান, নেরিয়া
মাসেইয়ার সন্তান, মাসেইয়া সেদেকিয়ার সন্তান, সেদেকিয়া হাসাদিয়ার সন্তান, হাসাদিয়া হিল্কিয়ার
সন্তান। ২ বারুক পঞ্চম বর্ষে, মাসের সপ্তম দিনে, পুস্তকটা লিখলেন; সেসময়ে কাল্দীয়েরা
যেরুসালেমকে হস্তগত করে আগুনে দিয়েছিল।

৩ বারুক এই পুস্তকের সমস্ত কথা যেহোইয়াকিমের সন্তান যুদা-রাজ যেকোনিয়ার সাক্ষাতে ও সেই
গোটা জনগণেরও সাক্ষাতে পাঠ করে শোনালেন, যারা পাঠ শুনবার জন্য এসেছিল: ৪ গণ্যমান্য
ব্যক্তিত্ব সকল, রাজপুত্রেরা, প্রবীণবর্গ, ও ছোট-বড় গোটা জনগণ—এক কথায় সুদ নদীর কাছে
বাবিলনে যত লোক বাস করছিল, তারা সকলে উপস্থিত ছিল। ৫ শুনে তারা কাঁদল, উপবাস করল
ও প্রভুর কাছে প্রার্থনা করল; ৬ পরে প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুসারে কিছুটা অর্থ সংগ্রহ করে ৭ তা তারা
যেরুসালেমে শাল্লুমের পৌত্র, হিল্কিয়ার সন্তান যেহোইয়াকিম যাজকের কাছে, এবং তাঁর সঙ্গে যারা
যেরুসালেমে ছিল, সেই অন্যান্য যাজকদের ও জনগণের কাছে পাঠাল। ৮ শিবান মাসের সেই দশম
দিনে বারুক, যুদায় নিয়ে যাবার জন্য, প্রভুর গৃহের সেই পাত্রগুলিও গ্রহণ করেন, যেগুলি পবিত্রধাম
থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল: এগুলি ছিল সেই রুপোর পাত্র, যা যোসিয়ার সন্তান যুদা-রাজ
সেদেকিয়া পুনরায় তৈরি করিয়েছিলেন; ৯ বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার যেকোনিয়াকে,
সমাজনেতাদের, শিল্পকারদের, রাজবংশজাতদের ও দেশের জনগণকে যেরুসালেম থেকে দেশছাড়া
করে বাবিলনে নিয়ে যাওয়ার পরেই সেদেকিয়া সেই পাত্রগুলি পুনরায় তৈরি করিয়েছিলেন।

১০ তারা ওদের কাছে একথা লিখে পাঠাল: দেখ, আমরা আহুতিবলি ও পাপার্থে বলি এবং ধূপ
কিনবার জন্য তোমাদের কাছে অর্থ প্রেরণ করছি; আমাদের ঈশ্বর প্রভুর বেদিতে নিবেদন করার
জন্য অর্ঘ্য প্রস্তুত কর, ১১ বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারের ও তাঁর সন্তান বেল্শাজারের দীর্ঘায়ুর জন্য
প্রার্থনা কর, যেন পৃথিবীতে তাঁদের আয়ু আকাশের আয়ুর মত দীর্ঘ হয়। ১২ প্রার্থনা কর, যেন প্রভু
আমাদের শক্তি দেন ও আমাদের চোখ উজ্জ্বল করে তোলেন; আমরাও যেন বাবিলন-রাজ
নেবুকাদ্নেজারের ও তাঁর সন্তান বেল্শাজারের ছায়ায় বাস করে বহুবছর ধরে তাঁদের সেবা করে
যেতে পারি ও তাঁদের দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হতে পারি। ১৩ আমাদের ঈশ্বর প্রভুর কাছে আমাদের
জন্যও প্রার্থনা কর, কেননা আমরা তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করেছি, আর প্রভুর রোষ ও ক্রোধ আজও
আমাদের কাছ থেকে দূরে যায়নি। ১৪ পরিশেষে, আমরা এই যে পুস্তক তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি,
তা তোমাদের পাঠ করতেই হবে—প্রভুর গৃহে, প্রকাশ্যেই, পর্বটি উপলক্ষে ও উপযুক্ত দিনগুলিতে।
১৫ তোমরা এই কথা বলবে:

পাপস্বীকার

ধর্মময়তা আমাদের ঈশ্বর প্রভুরই; আমাদের রয়েছে শুধু মুখমণ্ডলে লজ্জা, যেমনটি আজ ঘটছে
ইহুদীদের ও যেরুসালেম-বাসীদের বেলায়, ১৬ আমাদের রাজাদের ও সমাজনেতাদের বেলায়,
আমাদের যাজকদের, আমাদের নবীদের ও আমাদের পিতৃপুরুষদের বেলায়; ১৭ কেননা আমরা
প্রভুর সম্মুখে পাপ করেছি, ১৮ তাঁর প্রতি অবাধ্য হয়েছি, এবং আমাদের সামনে প্রভু যে বিধিনিয়ম
রেখেছিলেন, সেগুলির পথে চলার জন্য আমাদের ঈশ্বর প্রভু যে কণ্ঠস্বর শুনিয়েছিলেন, আমরা তাঁর
সেই কণ্ঠস্বরে কান দিইনি। ১৯ যে দিন থেকে প্রভু মিশর থেকে আমাদের পিতৃপুরুষদের বের করে
এনেছিলেন, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমরা আমাদের ঈশ্বর প্রভুর কাছে অবিশ্বস্ততা দেখাতে ক্ষান্ত

হইনি, বরং তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে অসম্মত হয়েছি। ২০ তাই আমরা আজও দেখতে পাচ্ছি, আমাদের
উপরে কত অমঙ্গলই না নেমে পড়েছে; এবং প্রভু আমাদের কাছে দুধ ও মধু-প্রবাহী দেশ মঞ্জুর
করার জন্য যখন মিশর থেকে আমাদের পিতৃপুরুষদের বের করে এনেছিলেন, তখন তিনি তাঁর
আপন দাস মোশীর মধ্য দিয়ে যে অভিশাপের হুমকি দিয়েছিলেন, তাও আমাদের উপর এসে
পড়েছে। ২১ আমাদের ঈশ্বর প্রভু যে নবীদের আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন, তাঁদের বাণীতে কান
না দিয়ে আমরা তাঁর কণ্ঠস্বরেই কান দিইনি; ২২ বরং আমরা প্রত্যেকেই যে যার ধূর্ত হৃদয়ের গতি
অনুসরণ করে বিজাতীয় দেবতাদের সেবা করেছি ও তা-ই করেছি, আমাদের ঈশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে
যা অন্যায়।
২ এজন্য প্রভু আমাদের বিরুদ্ধে, ইস্রায়েলকে যারা শাসন করে আমাদের সেই বিচারকদের বিরুদ্ধে,
আমাদের রাজাদের ও সমাজনেতাদের বিরুদ্ধে, এবং ইস্রায়েলের ও যুদার প্রতিটি মানুষের বিরুদ্ধে
যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তা বাস্তবে ঘটালেন। ২ তিনি যেরুসালেমে যা ঘটালেন, তা
আকাশমণ্ডলের নিচে কোথাও কখনও ঘটেনি—ঠিক যেভাবে মোশীর বিধানে লেখা আছে; ৩
পর্যায়টা এমন যে, একজন তার নিজের ছেলের দেহমাংস, আর একজন তার নিজের মেয়ের
দেহমাংস খেত। ৪ উপরন্তু, প্রভু আশেপাশের সকল রাজ্যের হাতে তাদের ছেড়ে দিলেন; যে
জাতিগুলির মাঝে তিনি তাদের বিক্ষিপ্ত করেছিলেন, তাদের তিনি করলেন সেই সকল জাতির
বিদ্রূপ ও বিতৃষ্ণার বস্তু। ৫ বিজয়ী হওয়ার চেয়ে তারা বরং হল অধীন, কারণ তাঁর কণ্ঠস্বরে কান না
দেওয়ায় আমরা আমাদের ঈশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছিলাম।
৬ ধর্মময়তা আমাদের ঈশ্বর প্রভুরই; আমাদের ও আমাদের পিতৃপুরুষদের রয়েছে শুধু মুখমণ্ডলে
লজ্জা, যেমনটি আজও ঘটছে। ৭ যে সকল সর্বনাশের কথা প্রভু বলে দিয়েছিলেন, সেই সমস্ত
আমাদের উপরে নেমে পড়েছে। ৮ অথচ আমরা প্রভুর প্রসন্নতা প্রার্থনা করিনি, যেন তিনি আমাদের
প্রত্যেককে নিজ নিজ ধূর্ত হৃদয়ের গতি থেকে ফেরান; ৯ তাই প্রভু আমাদের অপকর্ম বিষয়ে
সচেতন হয়ে আমাদের উপরে সেই সর্বনাশ নামিয়ে আনলেন, কেননা প্রভু যে সকল কর্ম করতে
আমাদের আদেশ করেছিলেন, সেই সকল কর্মে তিনি ধর্মময়, ১০ কিন্তু আমরাই, যে বিধিনিয়ম তিনি
আমাদের সামনে রেখেছিলেন, তা মেনে না নিয়ে তাঁর কণ্ঠস্বরে কান দিইনি।

মিনতি নিবেদন

১১ হে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু, তুমি যে শক্তিশালী হাতে, নানা চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দ্বারা,
মহাপরাক্রমে ও প্রসারিত বাহুতে তোমার আপন জনগণকে মিশর থেকে বের করে এনেছ এবং
নিজের জন্য সুনাম অর্জন করেছ—এমন সুনাম, যা আজও তোমারই অধিকার!—১২ আমরা পাপ
করেছি, দুষ্কর্ম করেছি; হে আমাদের ঈশ্বর প্রভু, আমরা তোমার সকল আদেশ ভঙ্গ করেছি। ১৩
আমাদের কাছ থেকে তোমার রোষ ফিরে যাক, কেননা যে জাতিগুলির মাঝে তুমি আমাদের বিক্ষিপ্ত
করেছ, তাদের মধ্যে আমরা স্বল্পজন মাত্রই অবশিষ্ট রয়েছি।
১৪ প্রভু, আমাদের প্রার্থনা, আমাদের এই মিনতি শোন, তোমার নিজের খাতিরেই আমাদের মুক্ত
কর, এবং যারা আমাদের বন্দি করে এনেছে, তাদের কাছে আমাদের অনুগ্রহের পাত্র কর, ১৫ যেন
সমস্ত পৃথিবী জানতে পারে যে, তুমিই আমাদের ঈশ্বর প্রভু, যেহেতু ইস্রায়েল ও তাঁর বংশধরেরা
বহন করে তোমার আপন নাম। ১৬ প্রভু, তোমার পবিত্র বাসস্থান থেকে দৃষ্টিপাত কর, আমাদের
কথা চিন্তা কর; প্রভু, কান পেতে শোন; ১৭ প্রভু, তোমার চোখ উন্মীলিত করে চেয়ে দেখ: যারা
পাতালে রয়েছে, তাদের বুক থেকে যাদের আত্মা কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সেই মৃতজনেরা যে প্রভুতে
গৌরব ও ধর্মময়তা আরোপ করে এমন নয়, ১৮ কিন্তু বোঝার ভারে যার প্রাণ আর্তনাদ করে, নুব্জ ও
পরিশ্রান্ত হয়ে যে চলে, ক্ষীণ হয়ে এসেছে যার চোখ, ক্ষুধার্ত যার প্রাণ, তারাই, প্রভু, তোমাতে

গৌরব ও ধর্মময়তা আরোপ করে।

[১৯] হে আমাদের ঈশ্বর প্রভু, আমাদের পিতৃপুরুষদের বা আমাদের নিজেদের ধর্মিষ্ঠতার ফলের
খাতিরে নয়, [২০] বরং তুমি তোমার রোষ ও ক্রোধ আমাদের উপরে নামিয়ে এনেছ, এজন্যই আমরা
আমাদের মিনতি তোমার কাছে নিবেদন করি; বস্তুত তুমি তোমার দাস সেই নবীদের মধ্য দিয়ে
বলেছিলে: [২১] 'প্রভু একথা বলছেন, *ঘাড় পাত, বাবিলন-রাজের সেবা কর,* তবেই সেই দেশে
বসবাস করবে, যা আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের দিয়েছি। [২২] কিন্তু তোমরা যদি প্রভুর কণ্ঠস্বরে
কান না দিয়ে বাবিলন-রাজের সেবা না কর, [২৩] *তবে আমি যুদার শহরে শহরে ও যেরুসালেমের
পথে পথে ফুর্তির সুর ও আনন্দের সুর, বরের কণ্ঠ ও কনের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেব, এবং সমস্ত দেশ
নিবাসী-বিহীন উৎসন্নস্থান হবে।*' [২৪] আমরা তোমার কণ্ঠস্বরে কান দিইনি; না, আমরা
বাবিলন-রাজের সেবা করিনি, আর তাই তুমি নবীদের মধ্য দিয়ে যে বাণী উচ্চারণ করেছিলে, তা
বাস্তবে ঘটিয়েছ: কেননা তুমি বলেছিলে যে, আমাদের রাজাদের ও আমাদের পিতৃপুরুষদের হাড়
তাঁদের সমাধি থেকে বের করে ফেলে দেওয়া হবে। [২৫] আর দেখ, *সেগুলি দিনের বেলায় রোদে ও
রাতের বেলায় বরফে নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে।* তাঁরা তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে, দুর্ভিক্ষে, খড়্গে ও
মহামারীতেই মারা পড়লেন; [২৬] আর যে গৃহ তোমার আপন নাম বহন করে, ইস্রায়েলকুল ও
যুদাকুলের অপকর্মের কারণে তুমি আজকালের অবস্থায় তা পরিণত করেছ। [২৭] তথাপি তুমি, হে
আমাদের ঈশ্বর প্রভু, তোমার মঙ্গলময়তা ও তোমার মহাস্নেহ অনুসারেই আমাদের প্রতি ব্যবহার
করেছ, [২৮] যেমনটি তুমি তোমার দাস মোশীর মধ্য দিয়ে বলেছিলে যখন ইস্রায়েল সন্তানদের
সাক্ষাতে তোমার বিধান লিপিবদ্ধ করতে আদেশ করে বলেছিলে: [২৯] 'তোমরা আমার কণ্ঠস্বরে কান
না দিলে, তবে এই মহাসমাজ, যা এখন অধিক বিপুল, তা ছোট্ট একটা অবশিষ্টাংশে পরিণত হবে
সেই দেশগুলির মধ্যে, যাদের মাঝে আমি তাদের বিক্ষিপ্ত করব; [৩০] কেননা আমি জানি, তারা
আমার কথায় কান দেবে না, যেহেতু তারা কঠিনমনা মানুষ। কিন্তু তাদের নির্বাসনের দেশে তারা
সচেতন হবে: [৩১] তারা স্বীকার করবে যে, আমিই তাদের ঈশ্বর প্রভু। আমি তাদের এক হৃদয় ও
মনোযোগী এক কান দেব; [৩২] আর তাদের নির্বাসনের দেশে তারা আমার প্রশংসাবাদ করবে ও
আমার নাম স্মরণ করবে, [৩৩] এবং প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছিল যারা, তাদের সেই পিতৃপুরুষদের
দশা স্মরণ করে তারা তাদের জেদ ও অপকর্ম ত্যাগ করবে। [৩৪] তখন আমি তাদের সেই দেশে
ফিরিয়ে আনব, যে দেশের বিষয়ে তাদের পিতৃপুরুষ আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের কাছে শপথ
করে প্রতিশ্রুত হয়েছিলাম; তারা তা আবার অধিকার করবে, আর আমি তাদের বংশবৃদ্ধি করব,
তাদের সংখ্যা আর কখনও কমবে না; [৩৫] তাদের সঙ্গে আমি চিরন্তন সন্ধি স্থির করব: আমি হব
তাদের আপন ঈশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ। আমি যে দেশ তাদের দিয়েছি, তা
থেকে আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে আর কখনও দেশছাড়া করব না।'

৩ হে সর্বশক্তিমান প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, সঙ্কটাপন্ন এক প্রাণ, বিপদগ্রস্ত এক আত্মা তোমার কাছে
চিৎকার করছে! [২] শোন, প্রভু, এবং দয়া কর, কারণ আমরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি। [৩] তুমি
তো নিত্য সমাসীন, আর আমরা নিত্য মরণমুখী। [৪] হে সর্বশক্তিমান প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর,
ইস্রায়েলের মৃতজনদের প্রার্থনা শোন, যারা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছিল, তাদের সন্তানদের এই
প্রার্থনা শোন; সেসময় তারা তো তাদের ঈশ্বর প্রভুর কণ্ঠস্বরে কান দেয়নি, তাই এখন এই সমস্ত
অমঙ্গল আমাদের আঁকড়ে ধরে আছে। [৫] আমাদের পিতৃপুরুষদের শঠতা স্মরণে রেখো না, এখন
বরং স্মরণে রেখ তোমার প্রতাপ ও তোমার নাম; [৬] তুমিই তো আমাদের ঈশ্বর প্রভু, আর আমরা,
হে প্রভু, তোমার প্রশংসাগান করব, [৭] কারণ তুমি এজন্যই আমাদের হৃদয়ে তোমার ভয় সঞ্চার
করেছ, যেন আমরা তোমার নাম করতে প্রেরণা পাই। আমাদের এই নির্বাসনের দেশে আমরা

তোমার প্রশংসাগান করব, কারণ আমাদের হৃদয় থেকে আমাদের সেই পিতৃপুরুষদের সমস্ত শঠতা
দূর করেছি যারা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছিল। ৮ দেখ, আজও আমরা নির্বাসিত ও বিক্ষিপ্ত; যারা
আমাদের ঈশ্বর প্রভুকে ছেড়ে দূরে গেছিল, আমাদের সেই পিতৃপুরুষদের সমস্ত শঠতার কারণে
আমরা এখন বিদ্রূপ, অভিশাপ ও দণ্ডের বস্তু।

প্রজ্ঞা, যা ইস্রায়েলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

৯ শোন, ইস্রায়েল, জীবনের আজ্ঞাবলি,
কান পেতে শোন, যেন বুঝতে পার, সদ্বিবেচনা কী।
১০ কেন, ইস্রায়েল, কেন তুমি শত্রুদেশে আছ,
কেন বৃদ্ধ হচ্ছ ভিনদেশের বুকে?
১১ কেন মৃতদের সঙ্গে তোমার এই কলুষ,
কেনই বা তুমি তাদের মধ্যে পরিগণিত যারা পাতালে নেমে যায়?
১২ কারণ তুমি তা-ই পরিত্যাগ করেছ, যা প্রজ্ঞার উৎস!
১৩ তুমি যদি ঈশ্বরের পথে চলতে,
তবে চিরকালের মতই শান্তিতে জীবনযাপন করতে।
১৪ শিখে নাও সদ্বিবেচনা কোথায়,
কোথায় শক্তি, কোথায় সুবুদ্ধি,
যেন এও জানতে পার: কোথায় দীর্ঘায়ু ও জীবন,
কোথায় চোখের আলো ও শান্তি।

১৫ কিন্তু কেইবা আবিষ্কার করেছে কোথায় প্রজ্ঞার আবাস?
কে প্রবেশ করেছে তার গুপ্তধনাধারে?
১৬ কোথায় দেশগুলির সেই নেতাসকল,
তারাও কোথায়, যারা পৃথিবীর জন্তুদের উপরেও কর্তৃত্ব করত,
১৭ যারা আকাশের পাখিদের নিয়ে খেলা করত,
যারা রাশি রাশি সোনা-রুপো সঞ্চয় করত,
যাদের উপরে মানুষেরা ভরসা রাখত,
যাদের ধন-সম্পদের শেষ ছিল না,
১৮ যারা অর্থ জমিয়ে তা থেকে দুশ্চিন্তা কুড়াত,
কিন্তু যাদের কর্মের চিহ্নমাত্রই রইল না?
১৯ তারা মিলিয়ে গেছে, পাতালে নেমে গেছে,
আর অন্যেরা তাদের পদ দখল করেছে।
২০ নতুন প্রজন্মের মানুষ দিনের আলো দেখতে পেয়েছে,
তারাই এসে এখন দেশে বসবাস করছে,
অথচ খুঁজে পায়নি সদ্‌জ্ঞানের পথ,
২১ তার সমস্ত মার্গেও মনোযোগ দেয়নি,
তার বিষয় চিন্তাও করেনি,
এমনকি, ছেলেরা এড়িয়েছে তাদের পিতাদের পথ।
২২ কানান দেশে প্রজ্ঞার কথা কখনও শোনা যায়নি,
তেমানেও কেউ তার দর্শন পায়নি;

২৩ মর্ত-সুবুদ্ধির অন্বেষী সেই আগারের সন্তানেরা,
মিদিয়ান ও তেমানের বণিক সকল,
যারা শুধু গল্প বর্ণনা করে, যারা সুবুদ্ধির সন্ধান করে,
তারা কেউই পায়নি প্রজ্ঞার পথ,
স্মরণও করেনি তার মার্গ সকল।
২৪ ইস্রায়েল, ঈশ্বরের গৃহ কেমন বিস্তৃত,
তাঁর কর্তৃত্বের স্থান কেমন প্রশস্ত!
২৫ তার বিস্তার সীমাহীন,
তার উচ্চতা অপরিমেয়!
২৬ সেইখানে পুরাকাল থেকে বিখ্যাত সেই মহাবীরদের জন্মস্থান,
যারা ছিল লম্বা লম্বা মানুষ, যুদ্ধে নিপুণ;
২৭ ঈশ্বর এদের বেছে নিলেন না,
সদ্‌জ্ঞানের পথও এদের দিলেন না:
২৮ সদ্বিবেচনা-অভাবের ফলে তাদের বিলোপ হল,
নির্বুদ্ধিতার ফলে তাদের বিলোপ হল।
২৯ কেইবা স্বর্গে আরোহণ করে প্রজ্ঞাকে কেড়ে নিল
ও মেঘলোক থেকে তাকে নামিয়ে আনল?
৩০ কে সাগর পার হয়ে তার সন্ধান পেল
ও খাঁটি সোনার বিনিময়ে তাকে নিয়ে নিল?
৩১ না, কেউ জানতে পারে না তার কাছে যাওয়ার রাস্তা,
কেউই বুঝতে পারে না তার যাতায়াতের পথ।
৩২ কিন্তু সর্বজ্ঞ যিনি, তাকে জানেন যিনি,
নিজের সুবুদ্ধি দ্বারা তাকে তলিয়ে দেখলেন যিনি,
চিরকালের জন্য যিনি পৃথিবী প্রস্তুত করলেন,
ও চতুষ্পদ জীবজন্তুতে তা পরিপূর্ণ করলেন;
৩৩ যিনি আলো প্রেরণ করলেই আলো এগিয়ে যায়,
তা ফিরিয়ে ডাকলেই আলো সকম্পে বাধ্য হয়,
৩৪ —নিজ নিজ প্রহরা-স্থান থেকে হয় তারানক্ষত্রের উদ্ভাস,
সবগুলিই আনন্দিত—
৩৫ যিনি ডাকলে তারা উত্তর দেয়: 'এই যে আমরা!'
সেই যে নির্মাতার জন্য তারা সানন্দে উদ্ভাসিত,
৩৬ তিনিই আমাদের ঈশ্বর,
তাঁর সঙ্গে কারও তুলনা হয় না;
৩৭ তিনিই সদ্‌জ্ঞানের সমস্ত পথ অনাবৃত করলেন,
ও তাঁর আপন দাস যাকোবকে,
তাঁর প্রীতিভাজন সেই ইস্রায়েলকে তা প্রদান করলেন।
৩৮ এরপর পৃথিবীতে দৃশ্যমান হল,
ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটাল।

৪ ১ প্রজ্ঞাই ঈশ্বরের বিধিনিয়ম-পুস্তক,

প্রজ্ঞাই যুগযুগস্থায়ী বিধান;
যারা তাকে আঁকড়ে থাকে, তারা জীবন পাবে,
যারা তাকে ত্যাগ করে, তাদের মৃত্যু হবে।
২ ফিরে এসো, যাকোব, তাকে গ্রহণ করে নাও,
তার আলোর প্রভায় পথ চল;
৩ যা তোমার আপন গৌরব, তা অন্যকে দিয়ো না,
যা তোমার আপন অধিকার, তাও পরজাতীয় মানুষকে নয়।
৪ হে ইস্রায়েল, আমরাই সুখী,
কারণ ঈশ্বরের যা গ্রহণীয়, তা আমাদের কাছে প্রকাশিত হল।

দূরদেশে নির্বাসিতদের প্রতি
ও আপন সন্তানদের প্রতি যেরুসালেমের সান্ত্বনা বাণী

৫ সাহস ধর, জাতি আমার,
তুমি যে ইস্রায়েলের স্মরণচিহ্ন স্বরূপ!
৬ সম্পূর্ণ বিনাশের উদ্দেশ্যেই যে তোমরা বিজাতীয়দের কাছে
বিক্রীত হয়েছ, এমন নয়,
ঈশ্বরের ক্ষোভ জাগিয়েছ বলেই
তোমরা শত্রুদের হাতে সমর্পিত হয়েছ।
৭ কেননা তোমরা তোমাদের নির্মাতাকে কুপিত করেছ,
হ্যাঁ, তোমরা অপদূতদের উদ্দেশেই বলি উৎসর্গ করেছ,
ঈশ্বরের উদ্দেশে নয়!
৮ যিনি তোমাদের লালন-পালন করেছেন
সেই সনাতন ঈশ্বরকে তোমরা ভুলে গেছ,
তোমাদের যে পুষ্ট করেছে, সেই যেরুসালেমকেও দুঃখ দিয়েছ।
৯ বস্তুত তোমাদের উপরে যখন ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে পড়ছিল,
তখন তা দেখে যেরুসালেম বলে উঠল:

শোন, হে সিয়োনের পার্শ্ববর্তী শহরসকল,
ঈশ্বর আমার কাছে মহা শোক প্রেরণ করলেন।
১০ কেননা আমি সেই বন্দিদশা দেখতে পেয়েছি,
যার মধ্যে সেই সনাতন আমার ছেলেমেয়েদের চালিত করলেন।
১১ আমি আনন্দের মধ্যেই তাদের লালন-পালন করেছিলাম,
চোখের জল ও শোকের মধ্যেই তাদের ছাড়তে বাধ্য হলাম।
১২ তোমরা কেউই আমার উপর আনন্দোল্লাস করো না,
আমি যে বিধবা, আমি যে অনেকের দ্বারা পরিত্যক্তা;
আমার সন্তানদের পাপের জন্যই আমি যে স্বজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন,
তারা যে ঈশ্বরের বিধান ছেড়ে পথভ্রষ্ট হল,
১৩ তাঁর বিধিনিয়ম জানতে চাইল না,
তাঁর আজ্ঞাগুলির পথে চলল না,
শাসন-মার্গে এগিয়ে চলতেও চাইল না,—তাঁর সেই ন্যায্যতা অনুসারে।

১৪ এসো, হে সিয়োনের পার্শ্ববর্তী শহরসকল,
স্মরণ কর সেই বন্দিদশা,
যার মধ্যে সেই সনাতন আমার ছেলেমেয়েদের চালিত করলেন।
১৫ তাদের বিরুদ্ধে তিনি দূরদূরান্তের এক জাতিকে প্রেরণ করলেন,
তারা ভিন্নভাষী এমন ধূর্ত জাতির মানুষ,
যারা বৃদ্ধকেও শ্রদ্ধা দেখায়নি, শিশুকেও দয়া দেখায়নি,
১৬ বিধবার প্রিয় ছেলেদের কেড়ে নিল,
তাকে মেয়ে-বঞ্চিতা অবস্থায় একাকিনীই ফেলে রাখল।
১৭ কিন্তু আমি, আমি তোমাদের কেমন সহায়তা করব?
১৮ যিনি তত অমঙ্গল তোমাদের উপর নামিয়ে আনলেন,
তিনিই তোমাদের শত্রুদের হাত থেকে তোমাদের মুক্তি সাধন করেন।
১৯ যাও, সন্তানেরা, যাও,
আমাকে একাকিনী হয়ে থাকতে হবে।
২০ শান্তি-বসন ছেড়ে মিনতি-চট পরলাম আমি;
সেই সনাতনের কাছে চিৎকার করব আমার সমস্ত দিন ধরে।
২১ সাহস ধর, সন্তানেরা, ঈশ্বরের কাছে হাহাকার কর,
তিনি তোমাদের শত্রুদের অত্যাচার ও কবল থেকে
তোমাদের মুক্তি সাধন করবেন।
২২ কেননা সেই সনাতনের কাছ থেকেই
আমি তোমাদের পরিত্রাণ প্রত্যাশা করি,
এবং তোমাদের সেই সনাতন ত্রাণকর্তার কাছ থেকে
দয়া যে তোমাদের কাছে শীঘ্রই আসবে,
এজন্য সেই পবিত্রজনের কাছ থেকে আমার অন্তরে আনন্দ এসে প্রবেশ করছে।
২৩ শোক ও চোখের জলের মধ্যে আমি তোমাদের চলে যেতে দেখেছি,
কিন্তু ঈশ্বর পুলক ও আনন্দের মধ্যেই
তোমাদের আমার কাছে ফিরিয়ে দেবেন—চিরকালের মত।
২৪ সিয়োনের পার্শ্ববর্তী শহরগুলি
যেমন এখন স্বচক্ষে দেখেছে তোমাদের বন্দিদশা,
তেমনি শীঘ্রই দেখতে পাবে
তোমাদের ঈশ্বরের সাধিত তোমাদের সেই পরিত্রাণ
যা সেই সনাতনের মহাগৌরব ও গরিমার মধ্যেই
তোমাদের কাছে আসবে।
২৫ সন্তানেরা, ধৈর্যের সঙ্গে সেই ক্রোধ সহ্য কর
যা ঈশ্বর থেকে তোমাদের উপর এসে পড়ল।
শত্রু তোমাদের উৎপীড়ন করেছে বটে,
কিন্তু তোমরা শীঘ্রই দেখতে পাবে তার বিনাশ,
তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে তোমাদের নিজেদের পা।
২৬ আমার প্রিয়তম সন্তানেরা ভঙ্গুর পথে হেঁটে চলল,
তারা ছিল শত্রু দ্বারা তাড়িত, ছিনিয়ে নেওয়া মেষপালের মত।

২৭ সাহস ধর, সন্তানেরা, ঈশ্বরের কাছে হাহাকার কর!
যিনি এই সবকিছুর মধ্যে তোমাদের চালিত করলেন,
তিনি তোমাদের কথা স্মরণ করবেন।
২৮ তোমরা যেমন ঈশ্বর থেকে দূরে যাওয়ার চিন্তা করেছিলে,
তেমনি ফিরে এসে তাঁর সন্ধান করার জন্য দশগুণ বেশি আগ্রহ দেখাও,
২৯ কেননা যিনি এত অমঙ্গলের মধ্যে তোমাদের চালিত করেছেন,
তিনি পরিত্রাণের সঙ্গে তোমাদের সনাতন আনন্দও দান করবেন।

যেরুসালেমের প্রতি সান্ত্বনা বাণী

৩০ সাহস ধর, যেরুসালেম!
যিনি তোমার নাম রেখেছেন, তিনি তোমাকে সান্ত্বনা দেবেন।
৩১ অভিশপ্ত হোক তোমার সেই অত্যাচারী সকল,
যারা তোমার পতনে আনন্দ পেল;
৩২ অভিশপ্ত হোক সেই শহরগুলি, যেখানে তোমার সন্তানেরা বন্দি হল,
অভিশপ্ত হোক সেই শহর, যা তাদের আটকিয়ে রাখল;
৩৩ কেননা সে যেমন তোমার পতনের উপর আনন্দ করল,
ও তোমার বিনাশের উপর উল্লাস করল,
তেমনি নিজের উৎসন্ন অবস্থার উপর শোক করবে।
৩৪ জনবহুল শহর হওয়ায় তার যে আনন্দ, তা তার কাছ থেকে কেড়ে নেব,
তার পুলক শোকে পরিণত হবে।
৩৫ সেই সনাতনের নির্দেশে তার উপর আগুন নেমে পড়বে দীর্ঘ দিন ধরে,
বহুদিন ধরে সে হবে অপদূতদের বাসস্থান।
৩৬ পুব দিকে তাকাও, যেরুসালেম!
চেয়ে দেখ সেই আনন্দ, যা স্বয়ং ঈশ্বর থেকেই তোমার কাছে আসছে!
৩৭ দেখ, যাদের তুমি চলে যেতে দেখেছ,
তোমার সেই সন্তানেরা ফিরে আসছে,
পুব-পশ্চিম থেকে সম্মিলিত হয়ে তারা ফিরে আসছে,
—সেই পবিত্রজনের বাণীতে—
ঈশ্বরের গৌরবের উদ্দেশে তারা উল্লসিত।

৫ যেরুসালেম, শোক ও দুঃখের বসন খুলে ফেল,
ঈশ্বরের গৌরবের প্রভা পরে নাও—চিরকাল ধরে।
২ ঈশ্বরের ধর্মময়তা-উত্তরীয় জড়িয়ে নাও,
সেই সনাতনের গৌরবের কিরীটে মাথা ভূষিত কর,
৩ কারণ আকাশের নিচে যত জাতি রয়েছে,
ঈশ্বর তাদের দেখাবেন তোমার প্রভা,
৪ এবং ঈশ্বর চিরকালের মত তোমার এই নাম রাখবেন:
ন্যায়ের শান্তি, ধর্মময়তার গৌরব।
৫ ওঠ, যেরুসালেম, উচ্চস্থানে সোজা হয়ে দাঁড়াও,
পুব দিকে তাকাও;

চেয়ে দেখ তোমার সন্তানদের!
সেই পবিত্রজনের বাণীতে
তারা পুব-পশ্চিম থেকে সম্মিলিত,
ঈশ্বর স্মরণ করেছেন বলে তারা উল্লসিত।
৬ শত্রু দ্বারা তাড়িত হয়ে তারা পায়ে হেঁটেই তোমা থেকে চলে গেল;
এখন ঈশ্বর তোমার কাছে তাদের ফিরিয়ে আনছেন,
রাজাসনেরই মত তাদের বহন করা হচ্ছে জয়োল্লাসের মধ্যে।
৭ কেননা ঈশ্বর স্থির করেছেন,
তিনি উচ্চ যত পর্বত ও চিরকালীন যত শৈল সমতল করবেন,
উপত্যকা ভরে তুলবেন, ভূমি সমতল করবেন,
যেন ইস্রায়েল ঈশ্বরের গৌরবের ছায়ায় নিরাপদে এগিয়ে চলতে পারে।
৮ যত অরণ্য ও সুগন্ধি যত বৃক্ষও
ঈশ্বরের আদেশে ইস্রায়েলকে ছায়া দেবে।
৯ কারণ ঈশ্বর আপন গৌরবের আলোয়
ইস্রায়েলকে আনন্দের মধ্যে চালনা করবেন,
—সেই দয়া ও ধর্মময়তার সঙ্গে, যা তাঁর কাছ থেকেই আগত।

যেরেমিয়ার পত্র

বাবিলনীয়দের রাজা দ্বারা বন্দি অবস্থায় যাদের অল্পদিনের মধ্যে বাবিলনে নিয়ে যাওয়ার কথা, ঈশ্বর দ্বারা যেরেমিয়া যা যা আদিষ্ট হয়েছিলেন, তাদের কাছে তা জানাবার জন্য তিনি যে পত্র লিখলেন, তার অনুলিপি এ:

৬ 'ঈশ্বরের সামনে তোমাদের সাধিত পাপের কারণে বাবিলনীয়দের রাজা নেবুকাদ্নেজার দ্বারা
তোমাদের বন্দি অবস্থায় বাবিলনে নিয়ে যাওয়া হবে। ২ একবার সেই বাবিলনে এসে পৌঁছে তোমরা
বহুবছর ও দীর্ঘকাল ধরে—সাত পুরুষ ধরেই সেখানে থাকবে; তারপরে আমি তোমাদের সেখান
থেকে শান্তিতে ফিরিয়ে আনব। ৩ ইতিমধ্যে বাবিলনে তোমরা রুপো, সোনা ও কাঠের কতগুলি
দেবমূর্তি দেখতে পাবে যা কাঁধে করে বহন করা হয় ও বিজাতীয়দের অন্তরে ভয় সঞ্চার করে। ৪
তাই তোমরা সাবধান থাক, সেই বিদেশীদের মত কাজ করো না; তাদের দেব-দেবীর ভয়
তোমাদের দখল না করুক ৫ যখন তোমরা সেগুলির সামনে ও পিছনে সেই বিপুল জনতাকে
প্রণিপাত করতে দেখবে; বরং মনে মনে বল: "মহাপ্রভু, তোমারই কাছে আমাদের প্রণিপাত করতে
হয়।" ৬ কেননা আমার দূত তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে, সে তোমাদের প্রাণের যত্ন নেবে।

৭ সেগুলির জিহ্বা শিল্পকার দ্বারাই মাজা, আবার সেগুলিতে সোনা ও রুপো মোড়া হয়, তবু
সেইসব মায়ামাত্র, কথা বলতেও অক্ষম। ৮ বিলাসিনী যুবতীর প্রতি যেমন করা হয়, তারা তেমনি
সোনা নিয়ে তাদের দেব-দেবীর মাথায় মুকুট সাজায়। ৯ এমনকি, পুরোহিতেরা মাঝে মাঝে তাদের
দেব-দেবী থেকে সোনা-রুপো কেড়ে নিয়ে নিজেদের জন্য তা ব্যয় করে বারান্দার সেবাদাসীদের
দান করে। ১০ আরও, তারা সোনা, রুপো ও কাঠের সেই মূর্তিগুলিকে ঠিক মানুষের মত পোশাক
দিয়ে অলঙ্কৃত করে; কিন্তু তবুও সেগুলি মরচে ও পোকা থেকে রেহাই পেতে অক্ষম। ১১ সেগুলির
গায়ে বেগুনি ক্ষোম-পোশাক দেওয়ার পর, দেবালয়ের ধুলা সেগুলির উপরে প্রচুর পরিমাণেই পড়ে
বিধায় সেগুলির মুখ পরিষ্কার করা দরকার হয়। ১২ দেবের নিজস্ব রাজদণ্ডও আছে, ঠিক যেন

একজন প্রদেশপালের মত, কিন্তু তাকে যে কেউ অপমান করে, তাকে সে নিশ্চিহ্ন করতে অক্ষম। ১৩
তার ডান হাতে খড়্গ ও লাঠিও থাকতে পারে, কিন্তু যুদ্ধ ও চোরদের হাত থেকে সে নিজেকে রক্ষা
করতে অক্ষম। ১৪ তাতে স্পষ্টই দাঁড়ায় যে, সেগুলি ঈশ্বর নয়; সুতরাং তোমরা সেগুলিকে ভয়
পেয়ো না!

১৫ মাটির পাত্র একবার ভেঙে গেলে যেমন অকেজো হয়, তাদের দেবালয়ে দাঁড় করানো
দেব-দেবীও তেমনি। ১৬ যারা সেখানে প্রবেশ করে, তাদের পায়ে ওড়ানো ধুলাতেই পূর্ণ সেগুলির
চোখ। ১৭ যে কেউ রাজাকে অপমান করে, তাকে মৃত্যুর দিকে চালিত করতে হবে বিধায় তার
চারদিকে সমস্ত দরজা যেমন আটকিয়ে রাখা হয়, তেমনি পুরোহিতেরা দেবালয়কে দরজা, তালা ও
অর্গল দিয়ে সংরক্ষিত করে, পাছে সবকিছু চোরদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। ১৮ প্রদীপও জ্বালায় তারা,
এমনকি নিজেদের জন্য যতগুলো জ্বালায়, তার চেয়ে আরও বেশি, কিন্তু সেই দেব-দেবী কাউকে
দেখতে পারে না। ১৯ সেগুলি দেবালয়ের কড়িকাঠগুলোর একটার মত; জানা কথা যে, কড়িকাঠের
ভিতরটা পোকায় খায়; সেইমত মাটি থেকে আসা যত পোকাও সেই সমস্ত দেব-দেবী গ্রাস করে,
আর তাদের সঙ্গে তাদের পোশাকও গ্রাস করে, আর সেই দেব-দেবী কিছুই টের পায় না! ২০
দেবালয়ের ধূমে সেগুলির মুখ কালো হয়; ২১ সেগুলির গায়ে ও মাথায় বাদুড়ে, দোয়েল ও নানা
রকম পাখি, এমনকি বিড়ালেও বসে। ২২ তাতে তোমরা বুঝতে পার যে, সেগুলি ঈশ্বর নয়; সুতরাং
সেগুলিকে ভয় পেয়ো না।

২৩ সৌন্দর্যের জন্য সেগুলি যে সোনায় অলঙ্কৃত, কেউ তার মরচে না ওঠালে সেই সোনা উজ্জ্বল হয়
না; ঢালাই করার সময়েও সেগুলি কিছুই টের পাচ্ছিল না। ২৪ সেগুলিকে কিনবার জন্য যত অর্থ
দেওয়া হয়েছে না কেন, তবু সেগুলির মধ্যে প্রাণবায়ু নেই। ২৫ আসল পা না থাকায় সেগুলিকে কাঁধে
করে বহন করা হয়, তাতে মানুষের কাছে নিজেদের লজ্জাকর অবস্থা দেখায়; তাদের ভক্তেরা
নিজেরাও লজ্জায় অভিভূত হয়, কেননা মাটিতে পড়লে সেগুলি নিজে থেকে উঠে দাঁড়াতে পারে না।
২৬ সোজা করে দাঁড় করালেও সেগুলি আপনা আপনি নড়বে না, কাত হয়ে পড়লেও নিজে থেকে
সোজা হবে না; সেগুলির সামনে যে অর্ঘ্য রাখা হয়, তা ঠিক যেন মৃতদেরই সামনে রাখা হয়। ২৭
তাদের কাছে যা কিছু বলিরূপে উৎসর্গ করা হয়, তাদের পুরোহিতেরা তা বিক্রি করে লাভবান হয়;
এদের বধূরাও বলির একটা অংশ লবণের মধ্যে রাখে, কিন্তু দরিদ্রদের ও অসহায়দের কিছুই দেয়
না; আর তাদের বলির কথা বলতে গেলে, অশুচি অবস্থায় ও সম্প্রতি প্রসব করেছে যে
স্ত্রীলোকেরাও তা নির্দ্বিধায় ছোঁয়। ২৮ তাতে তোমরা বুঝতে পার যে, সেগুলি ঈশ্বর নয়; সুতরাং
সেগুলিকে ভয় পেয়ো না।

২৯ আর আসলে সেগুলিকে কেমন করে ঈশ্বর বলা চলে যখন স্ত্রীলোকেরাও এই রুপো, সোনা ও
কাঠের মূর্তির কাছে অর্ঘ্য নিবেদন করে? ৩০ সেগুলির দেবালয়ে পুরোহিতেরা বসে থাকে—তাদের
পোশাক ছেঁড়া, মাথা ও মুখ মুণ্ডিত আর মাথা অনাবৃত। ৩১ তাদের দেব-দেবীর সামনে তারা চিৎকার
করে জোর গলায় চেঁচায়, যেমনটি লোকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভোজসভায় করে। ৩২ পুরোহিতেরা
তাদের দেব-দেবীর পোশাক কেড়ে নিয়ে নিজেদের স্ত্রী-পুত্রদের পরায়। ৩৩ তেমন মূর্তিগুলি কারও
উপকার কি অপকারের প্রতিদান দিতে অক্ষম, কোনও রাজাকেও নিযুক্ত কি পদচ্যুত করতে অক্ষম,
৩৪ ঐশ্বর্য ও অর্থও মঞ্জুর করতে অক্ষম, আর তাদের কাছে কেউ মানত করে তা পূরণ না করলেও
তারা তার কাছে জবাবদিহি চাইতে অক্ষম। ৩৫ সেগুলি মানুষকে মৃত্যু থেকে নিস্তার করে না,
দুর্বলকেও বলবানের হাত থেকে উদ্ধার করে না; ৩৬ অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয় না, মানুষকেও
সঙ্কট থেকে উদ্ধার করে না; ৩৭ বিধবার প্রতি সেগুলির দয়া নেই, এতিমের মঙ্গলও করে না। ৩৮
সোনা ও রুপোয় মোড়া সেই কাঠের মূর্তি এমন পাথরেরই মত যা পাহাড় থেকে কাটা হয়েছে।

সেগুলির ভক্তদের লজ্জা পেতেই হবে। [৩৯] সুতরাং, কেমন করে মানুষ ভাববে ও প্রচার করবে যে, সেগুলি ঈশ্বর?

[৪০] তাছাড়া, কাল্দীয়েরা নিজেরাই সেগুলির প্রতি তত সম্মান দেখায় না; বস্তুত এরা কথা বলতে অক্ষম একটা বোবাকে পেলে বেল-দেবের কাছে তাকে উপস্থিত করে, এবং প্রার্থনা করে যেন বেল-দেব তাকে বাক্‌শক্তি দেয়—ঠিক যেন বেল-দেব তাদের প্রার্থনা শুনতে পায়! [৪১] সচেতন হয়েও এরা দেবমূর্তিগুলিকে ত্যাগ করতে অক্ষম, এর কারণ, এরা নির্বোধ! [৪২] স্ত্রীলোকেরা কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তায় রাস্তায় বসে খড় জ্বালায়, [৪৩] আর যখন তাদের একজনকে কোন পথিক দ্বারা বেছে নেওয়া হয়, তখন সে, সেই পথিকের সঙ্গে মিলিতা হওয়ার পর, তার পাশে যে বসে আছে, তাকে বিদ্রূপ করে, কেননা সে তার মত যোগ্য বলে গণ্য হয়নি ও তার দড়ি ছিন্ন হয়নি। [৪৪] দেবমূর্তিগুলির চারদিকে যা কিছু ঘটে, তা সবই মিথ্যা; সুতরাং, কেমন করে মানুষ ভাববে ও প্রচার করবে যে, সেগুলি ঈশ্বর?

[৪৫] দেবমূর্তিগুলি শিল্পকার ও স্বর্ণকারদের কাজমাত্র; মূর্তি ছাড়া আর কিছু নয়: শিল্পকার সেগুলির বিষয়ে যা তৈরি করতে ইচ্ছা করে, মূর্তি তা-ই মাত্র। [৪৬] যারা সেগুলি তৈরি করে, তারা নিজেরা যখন দীর্ঘায়ু নয়, তখন তাদের তৈরী বস্তু কেমন ঈশ্বর হতে পারে? [৪৭] তারা তাদের বংশধরদের কাছে কেবল মিথ্যা ও লজ্জাই রেখে যায়। [৪৮] বস্তুত যুদ্ধ ও দুর্বিপাক এসে পড়লে পুরোহিতেরা নিজেদের মধ্যে মন্ত্রণা করে তারা কেমন করে নিজেদের মূর্তিগুলির সঙ্গে নিজেদের লুকোতে পারবে। [৪৯] তবে মানুষ কেমন করে না বুঝবে যে, যারা যুদ্ধ ও অমঙ্গল থেকে নিজেদের বাঁচাতে অক্ষম, তারা ঈশ্বর নয়? [৫০] আর যেহেতু সেগুলি সোনা ও রুপোতে মোড়া কাঠের তৈরী, সেজন্য স্পষ্ট প্রকাশ পাবে যে, সেগুলি মিথ্যামাত্র; সকল জাতি ও রাজার কাছে একথা স্পষ্ট হবে যে, সেগুলি ঈশ্বর নয়, কেবল মানুষের হাতের কাজ, সমস্ত ঐশ্বরিক গুণ-বিহীন। [৫১] তবে কি আর এমন কেউ থাকতে পারে, যাকে এখনও বোঝাতে হবে যে, সেগুলি ঈশ্বর নয়?

[৫২] বস্তুত সেগুলি দেশের উপরে রাজাকে নিযুক্ত করতে অক্ষম, মানুষকে বৃষ্টিও মঞ্জুর করতে অক্ষম; [৫৩] নিজেদের বিবাদেরও সমাধান করে না, অত্যাচারিতকেও মুক্ত করে না; আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে থাকা কাক যেমন নিরুপায়, সেগুলিও তেমনি নিরুপায়। [৫৪] সোনা ও রুপোতে মোড়া এই কাঠের দেব-দেবীর দেবালয়ে যদি আগুন লাগে, তবে তাদের পুরোহিতেরা পালিয়ে নিজেদের বাঁচায়, কিন্তু সেগুলি কড়িকাঠের মত সেখানে থেকে পুড়ে যায়। [৫৫] সেগুলি একটি রাজার সামনে বা শত্রুদের সামনে দাঁড়াতে পারে না। [৫৬] সুতরাং, কেমন করে মানুষ ভাববে ও প্রচার করবে যে, সেগুলি ঈশ্বর?

[৫৭] রুপো ও সোনায় মোড়া এই কাঠের মূর্তি চোর ও দস্যুদের এড়াতে পারে না; বলবান যে কোন মানুষ সেগুলির সোনা-রুপো চুরি করতে পারে ও সেগুলির গায়ে জড়ানো পোশাক কেড়ে নিয়ে চলে যেতে পারে, কিন্তু মূর্তি নিজেকেও রক্ষা করতে অক্ষম। [৫৮] এজন্য এই মিথ্যা দেব-দেবীর চেয়ে এমন রাজাই শ্রেয়, যে নিজের সাহস দেখাতে পারে, কিংবা ঘরে উপযোগী একটা যন্ত্রও শ্রেয়, তা তো ক্রেতার কাছে উপকারীই হতে পারে; তেমন মিথ্যা দেব-দেবীর চেয়ে সামান্য একটা দরজাও শ্রেয়: ঘরে যা রয়েছে, দরজা তা রক্ষা করে; এমনকি, প্রাসাদে কাঠের একটা স্তম্ভও সেগুলির চেয়ে শ্রেয়। [৫৯] সূর্য, চন্দ্র ও তারানক্ষত্র—যা উজ্জ্বল হতে ও বিশেষ বিশেষ সঙ্কল্প অনুসারে সেবা করতে নিরূপিত—তারা তো বাধ্য; [৬০] একই প্রকারে বিদ্যুৎ-ঝলকও, তা যখন হঠাৎ দেখা দেয়, তখন দেখতে সুন্দর; আবার, বাতাস প্রতিটি দেশের উপর দিয়েই বয়; [৬১] মেঘমালা ঈশ্বরের কাছ থেকে যে হুকুম পেয়েছে, তা পালন করে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আনাগোনা করে; এবং পাহাড়পর্বত ও বন ধ্বংস করার জন্য আগুন ঊর্ধ্বলোক থেকে প্রেরিত হয়ে সেই হুকুম পালন করে। [৬২] কিন্তু সেই

দেবমূর্তি এসব কিছুর সমকক্ষ নয়, সৌন্দর্যেও নয়, ক্ষমতায়ও নয়। [৬৩] তাই কেউ ভাবতে ও প্রচার করতে পারে না যে, সেগুলি ঈশ্বর, যখন সেগুলি বিচার সম্পাদন করতে অক্ষম, কোন উপকারও করতে অক্ষম। [৬৪] সুতরাং, একথা জেনে যে, সেগুলি ঈশ্বর নয়, তোমরা সেগুলিকে ভয় পেয়ো না।

[৬৫] বস্তুত সেগুলি রাজাদের অভিশাপও দেয় না, আশীর্বাদও করে না, [৬৬] জাতিগুলির জন্য আকাশে কোন চিহ্নও দেখায় না, সূর্যের মতও দীপ্তিমান হয় না, চন্দ্রের মতও আলো ছড়ায় না। [৬৭] সেগুলির চেয়ে পশুরাও ভাল অবস্থায় আছে, কেননা কোন একটা আশ্রয়ে পালিয়ে নিজেদের জন্য চিন্তা করতে পারে। [৬৮] সুতরাং এমন প্রমাণের লেশমাত্র নেই যে, সেগুলি ঈশ্বর; তাই সেগুলিকে ভয় পেয়ো না।

[৬৯] সোনা-রুপোতে মোড়া তাদের সেই কাঠের মূর্তি শশাগাছের মাঠে এমন কাকতাড়ুয়ার মত— তা কিছুই রক্ষা করে না; [৭০] আবার, সোনা-রুপোতে মোড়া তাদের সেই কাঠের মূর্তি কাঁটাঝোপে একটা শাখার মত, যার উপরে সব রকম পাখি বসতে পারে; কিংবা সেগুলি অন্ধকারে ফেলে দেওয়া লাশের মত। [৭১] সেগুলির ক্ষোম-পোশাক ও শোভা জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে দেখে তোমরা বুঝবে যে, সেগুলি ঈশ্বর নয়। শেষ পর্যায়ে সেগুলিকে গ্রাস করা হবে, এবং সেগুলি দেশের লজ্জার কারণ হবে। [৭২] তবে সেই ধার্মিক মানুষই শ্রেয়, যার কোন দেবমূর্তি নেই; লজ্জা তাকে কখনও স্পর্শ করবে না।'